ASTRO ARPITA NATH

কুষ্টিতে মাঙ্গলিক দোষ - অর্থ, প্রভাব, খণ্ডন এবং প্রতিকার

Arpita Nath দ্বারা · যোগ, দোষ ও মিলন · 2026-09-09

মঙ্গল বা মাঙ্গলিক দোষ (যা মার্স দোষ, কুজ দোষ বা অঙ্গারক দোষ নামেও পরিচিত) বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে তখন সৃষ্টি হয় যখন আক্রমণাত্মক গ্রহ মঙ্গল (Mangal) একটি জন্মকুণ্ডলীর নির্দিষ্ট কিছু ভাবে অবস্থান করে, যা সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এবং পারিবারিক শান্তির বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

মাঙ্গলিক দোষ কী?

মঙ্গল শক্তি, উদ্যম, আবেগ এবং সংঘাতের প্রতিনিধিত্ব করে। যখন মঙ্গল নিজস্ব সত্তা, পারিবারিক সম্প্রীতি বা বৈবাহিক বন্ধনের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবগুলিতে অবস্থান করে, তখন এর তীব্র ও অগ্নিময় স্বভাব ভুল বোঝাবুঝি, মানসিক অস্থিরতা বা বিবাহে বিলম্বের কারণ হতে পারে।

এই স্থানগুলিতে মঙ্গলের অবস্থানের জাতক বা জাতিকাকে মাঙ্গলিক বলা হয়।

কোন অবস্থানগুলি মাঙ্গলিক দোষ সৃষ্টি করে?

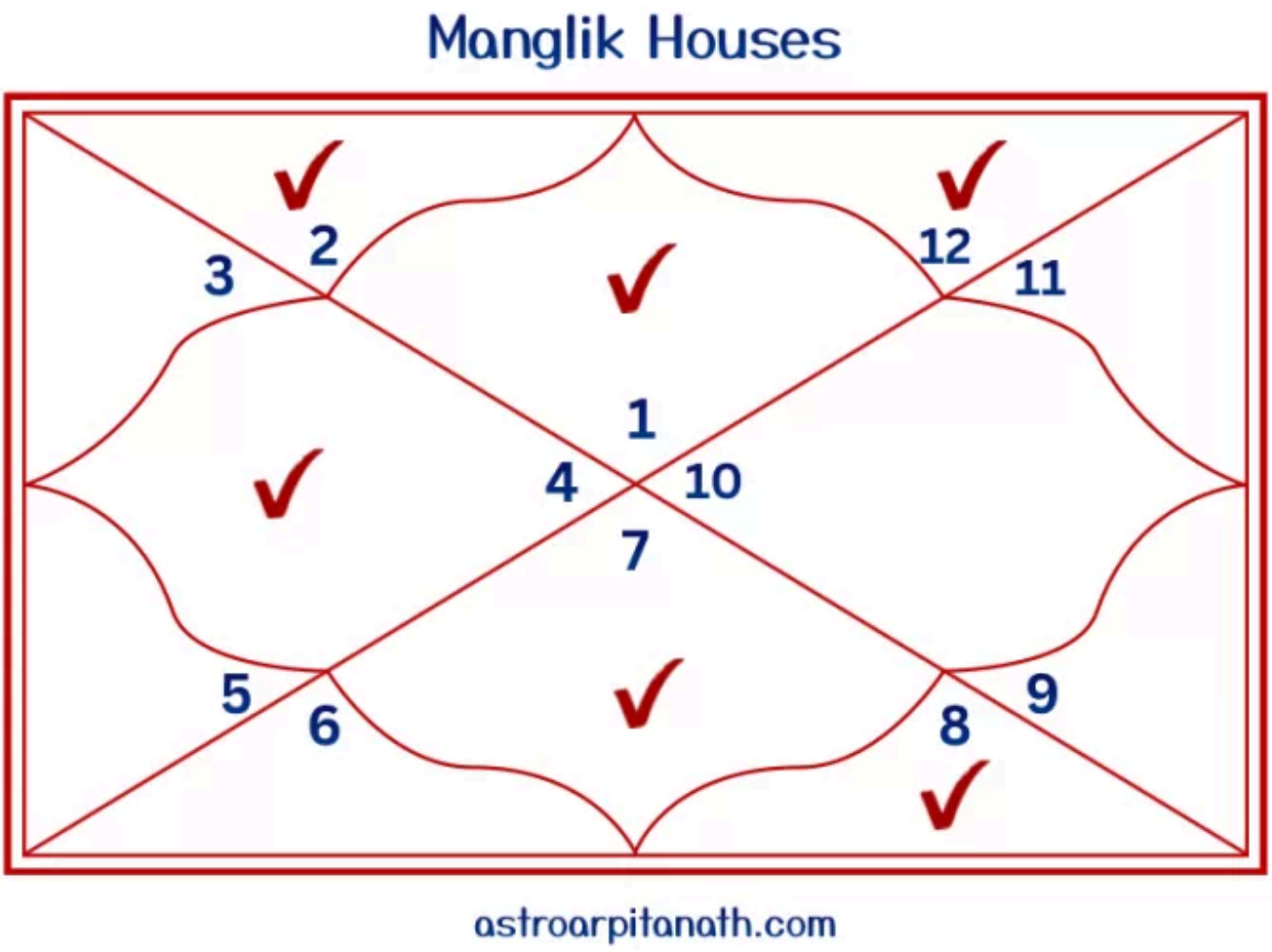

লগ্ন (Ascendant), চন্দ্র বা শুক্র থেকে **১ম, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম বা ১২শ** ভাবে মঙ্গল অবস্থান করলে মাঙ্গলিক দোষ গঠিত হয়। (কিছু ঐতিহ্যে ২য় ভাবকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়)।

• **১ম ভাব (লগ্ন):** প্রত্যক্ষ আগ্রাসন, দ্রুত মেজাজ হারানো এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে অহংবোধের সংঘাত।

• **২য় ভাব:** পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, রূঢ় কথাবার্তা এবং আর্থিক সমস্যা।

• **৪র্থ ভাব:** পারিবারিক শান্তির অভাব, গৃহের পরিবেশের অস্থিরতা এবং স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ।

• **৭ম ভাব:** বৈবাহিক জীবনে সরাসরি প্রভাব, দাম্পত্য কলহ বা বিবাহবিচ্ছেদের প্রবল সম্ভাবনা।

• **৮ম ভাব:** মানসিক অস্থিরতা, গোপন সংঘাত এবং জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের প্রতিকূলতা।

• **১২শ ভাব:** অতিরিক্ত ও অপচয়মূলক ব্যয়, অন্তরঙ্গতায় ভুল বোঝাবুঝি এবং মানসিক চাপ।

মাঙ্গলিক দোষের প্রধান প্রভাবসমূহ

• **বিবাহে বিলম্ব:** উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী খুঁজে পেতে অসুবিধা অথবা অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহ স্থগিত হওয়া।

• **দাম্পত্য কলহ:** ঘন ঘন তর্কাতর্কি, আধিপত্য বিস্তারের লড়াই বা পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব।

• **মানসিক অস্থিরতা:** আবেগতাড়িত প্রতিক্রিয়া, ঈর্ষা বা ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ।

• **স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির উদ্বেগ:** শারীরিক দুর্বলতা বা ক্লান্তি অথবা নিজের কিংবা জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের বাধা-বিপত্তি (যদি প্রতিকার না করা হয়)।

দোষ ভঙ্গের কারণ ও ব্যতিক্রম (দোষ ভঙ্গ)

এই ভাবগুলিতে মঙ্গলের সব অবস্থানই কিন্তু সক্রিয় মাঙ্গলিক দোষ তৈরি করে না। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু বিশেষ শর্ত রয়েছে যেখানে এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমিত বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়:

• **যোটক বা প্রোফাইল মেলানো:** যদি উভয় সঙ্গীই মাঙ্গলিক হন, তবে দোষ একে অপরকে প্রশমিত করে দেয় (দোষ সাম্যম)।

• **শুভ দৃষ্টি:** বৃহস্পতি (গুরু) বা শুক্র যদি মঙ্গলের ওপর দৃষ্টি দেয়, তবে এর তীব্রতা অনেকটাই হ্রাস পায়।

• **স্বক্ষেত্র বা তুঙ্গী রাশি:** মঙ্গল যদি তার নিজের রাশিতে (মেষ, বৃশ্চিক) অথবা তার তুঙ্গী রাশিতে (মকর) অবস্থান করে, তবে এই দোষ তার অশুভ প্রভাব হারায়।

• **মিত্র ক্ষেত্র:** সিংহ বা ধনু রাশিতে মঙ্গলের অবস্থান প্রায়শই নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে দেয়।

• **বয়সের প্রভাব:** মঙ্গলের পরিপক্কতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাঙ্গলিক দোষের তীব্রতা প্রাকৃতিকভাবেই শিথিল হয়ে যায় (সাধারণত ২৮-৩০ বছর বয়সের পর)।

• **নির্দিষ্ট লগ্ন:** কর্কট এবং সিংহ লগ্নের জন্য মঙ্গল অত্যন্ত শুভ গ্রহ (যোগকারক) হিসেবে কাজ করে, যা এই দোষকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে তোলে।

ঐতিহ্যবাহী প্রতিকার

• **কুণ্ডলী মেলানো (Kundali Matching):** শক্তির ভারসাম্যের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে দুজন মাঙ্গলিক ব্যক্তির পারস্পরিক বিবাহ দেওয়া।

• **কুম্ভ বিবাহ:** প্রকৃত বিবাহের পূর্বে একটি বৃক্ষ, মাটির পাত্র বা রৌপ্য মূর্তির সাথে একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতীকী বিবাহ অনুষ্ঠান

সম্পন্ন করা।

• **আধ্যাত্মিক সাধনা:** মঙ্গলবার হনুমান চালিশা পাঠ করা, মঙ্গলবারের ব্রত বা উপবাস পালন করা অথবা মঙ্গল জপ করা।

• **দান-ধ্যান:** মঙ্গলবার লাল মসুর ডাল, তামার সামগ্রী বা লাল রঙের পোশাক দান করা।

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।